যুগান্তর

তারিখ ... 13 OCT 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

ইউজিসি ভেঙে গঠন করা হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

মুশতাক আহমদ

অবশেষে বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষা কমিশন (হেক) গঠিত হচ্ছে। ভেঙে দেয়া হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি)। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন, আইন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, হেক গঠিত হলে তা সুপারিশকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে শিক্ষায় গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনতা মুক্ত হয়ে তা সরাসরি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর অধীনে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

উচ্চ শিক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ, কার্যকর ও মানসম্মত এবং গবেষণামুখী উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে পৃথিবীর অনেক দেশেই সংবিধিবদ্ধ ও স্বাধীন কমিশন অথবা পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় রয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশে মন্ত্রণালয় আর শ্রীলংকা, পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশে কমিশন রয়েছে। কিন্তু শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এ ধরনের কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় ছিল না।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা জানান, দেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে চলমান লাগামহীন অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত, উচ্চ শিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণসহ নানা প্রয়োজনে স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে আরও শক্তিশালী, আর্থিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে স্বাধীন ও জবাবদিহিমূলক করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বহু আগেই। এ লক্ষ্যে বিগত ৫ বছরে এ নিয়ে নানা আলোচনা-পর্যালোচনা চলছিল। কখনও ইউজিসিকে ভেঙে হেক আবার কখনো বা উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব উঠছিল। সর্বশেষ ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নকালেও ইউজিসি উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু হেক বা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবই বারবার অজ্ঞাত কারণে ভেস্তে যাচ্ছিল। শিক্ষানীতিতেও সেটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে শেষ পর্যন্ত ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর চেষ্টায় 'হেক' গঠিত হতে যাচ্ছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান গুক্রবার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে জানান, বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা কমিশন গঠনের কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার কথা তাদের জানানো হয়েছে। এই উদ্যোগের মধ্যে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে চিঠি ও নথিপত্র প্রেরণের কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, হেক গঠনের প্রস্তাব ৫ বছর আগে হলেও ৭ ফেব্রুয়ারি ইউজিসি থেকে মন্ত্রণালয়ে একটি খসড়া আইন পাঠানো হয়। এর আগে ১৪ জানুয়ারি ইউজিসির সভায় তা গৃহীত হয়। উচ্চ শিক্ষা কমিশন আইন-২০১২ নামে এতে হেকের খসড়া, ধারণাপত্র, যৌক্তিকতা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সময়ক্ষেপণের পরিপ্রেক্ষিতে পরে ইউজিসি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। এ নিয়ে সদ্য শেষ

জনপ্রশাসন আইন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পেশ

হওয়া সংসদ অধিবেশনেও শিক্ষামন্ত্রী এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মন্ত্রণালয়ে নথিপত্রে দেখা যায়, ৩ অক্টোবর স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন, উৎকর্ষ সাধন ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে হেক গঠনের ঘোষণা দেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, দেশে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষায় ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এ অবস্থায় যে ধারণা আর লক্ষ্য নিয়ে ইউজিসি গঠিত হয়েছিল, তাতে উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছিল না। এ কারণেই ইউজিসিকে স্বাধীন, অর্থবহ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হেক গঠন করা প্রয়োজন।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, হেক সাংবিধিক প্রতিষ্ঠান হবে না। আবার মন্ত্রণালয়ের মতোও নয়। এটি হবে সংবিধিবদ্ধ। তা সরাসরি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা আসবে। অর্থাৎ বর্তমানে নানা বিষয়ে তারা কেবল সুপারিশ করে, কিন্তু অ্যাকশন নিতে পারে না। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ হয়। তখন সরাসরি অর্থ বরাদ্দ হবে। এর ফলে যে ক্ষমতায়ন হবে তা সার্বিক উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটাবে। তিনি বলেন, হেকের প্রধান বা চেয়ারম্যান একজন কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন হবেন। এর পূর্ণকালীন সদস্যরা হবেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদাসম্পন্ন।

কী আছে খসড়ায়: দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত খসড়া আইনে মোট ৫৫টি প্রধান ধারা এবং শতাধিক উপ-ধারা রয়েছে। এতে দেশের ৮৮টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তারূপে হেককে প্রতিষ্ঠার বাইরেও বাংলাদেশে পরিচালিত বা পরিচালিতব্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রকও করা হয়েছে এই হেককে। বিশেষ করে 'ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন' (সিবিএইচই) এবং 'ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন' (টিএনই) নিয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নতুন এ আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী দিক হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির গঠন কাঠামোতে। বর্তমানে একজন চেয়ারম্যান আর ৫ জন মাত্র পূর্ণকালীন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত। আর হেক গঠিত হবে আগের ওই ৫ জনের বাইরে আরও ১১ জন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে। এ ১১ জনের মধ্যে অনুক্রমের ভিত্তিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন, অধ্যাপক ও তিন ক্যাটাগরি থেকে ৩ জন এবং পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের ৩ জন সদস্য থাকবেন।

হেক নিজে তার প্রয়োজনীয় বিধিমালা, রেগুলেশন্স, স্ট্যাটিউটস গঠন করতে পারবে। সরকারি-বেসরকারি উৎস থেকে অর্থ নিয়ে গঠন করবে ট্রাস্ট ফান্ড। এর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ও মানোন্নয়নের কাজ করা হবে। এটি প্রস্তাবিত আইনের ১০ নম্বর ধারায় বর্ণিত।